মানবিক উদ্যোগ

নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের জন্য প্রবাসীদের ভালোবাসা

আশফাক স্বপন

কোথায় বাংলাদেশের ভোলার অন্নদাপ্রসাদ গ্রাম, আর কোথায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, শিকাগো আর সিলিকন ভ্যালি। পৃথিবীর এপিঠ আর ওপিঠ। অথচ কিছু হৃদয়বান প্রবাসী বাংলাদেশীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই দূরত্ব ঘুচে গেছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শিকাগোর কাছে ওক পার্ক উপশহরে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হলো উত্তর আমেরিকাভিত্তিক বাংলাদেশী মানবাধিকার সংস্থা 'দৃষ্টিপাত'-এর অর্থ সংগ্রহের পালা। এই সংস্থার লক্ষ ছিল গত নির্বাচনোত্তর হানাহানির শিকার অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের বিপন্ন হিন্দু পরিবারগুলোকে পুনর্বাসিত করার জন্য ২৫ হাজার ডলার সংগ্রহ করা। এদের অক্লান্ত চেষ্টা আর উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সহায়তায় সংগৃহীত হয়েছে ২৮ হাজার ডলারেরও বেশি। চিন্তা-ভাবনা চলছে এ মাসের শেষের দিকেই হয়তো প্রথম কিস্তিতে ৮ হাজার ডলার পাঠান হবে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের সবচেয়ে আক্রান্ত কয়েকটি পরিবারের কাছে।

'আমাদের আসল কাজ হচ্ছে টাকাটা যাদের জন্য তোলা হয়েছে তাদের কাছে যাওয়া। দৃষ্টিপাতের সংগঠক আসিফ সালেহ বললেন। আসিফ থাকেন নিউইয়র্কে, কাজ করেন বিনিয়োগকারী ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্সে। তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে ১৩টি পরিবারকে শৌচাগার ও টিউবওয়েলসহ ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। পরে প্রত্যেককে জমি কিনে দেওয়া হবে। শারীরিক নির্যাতনের শিকার যারা হয়েছেন, ইতিমধ্যে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সানফ্রানসিস্কো বে এলাকার লোকজনের উদ্যোগে ২০০ জনের ওপর প্রবাসী বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে একটি খোলা চিঠিতে তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন, 'ঠিক যে মুহূর্তে আমরা পরপর তিনবার দেশব্যাপী সফল নির্বাচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে যাব, তখনই আমাদের কাছে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের খবর এল। বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইলেরও বেশি দূরে আমাদের বসবাস, সুতরাং প্রাপ্ত খবরাখবর ও বিপরীত মতের সরকারি ভাষ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও বিশেষ করে কিছু বাংলাদেশী সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও পার্শ্ববর্তী ভারতের উদ্দেশে হিন্দুদের বাংলাদেশ ত্যাগের সংবাদের মধ্য দিয়ে জানা গেছে দেশের অসহায়, বিপন্ন সংখ্যালঘুরা লুটপাট, হিংসা ও ধর্ষণের নারকীয় যজ্ঞের শিকার হয়েছেন।

শিকাগোর কাছে ওক পার্কের ১৬ ফেব্রুয়ারির আয়োজনে সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন রফিক আহমদ আর অপু ইসলাম। 'চোখ মেল, চেয়ে দেখ লজ্জা আমার' অনুষ্ঠানটিতে লোক হয়েছিল ১২৫-এর মতো বাংলাদেশী আর মার্কিনি মিলিয়ে, এর মধ্যে প্রায় ৭০ জন বাংলাদেশী।

দৃষ্টিপাতকে নানা বিতর্কের চোরাবালি অতিক্রম করতে হয়েছে—জানালেন আসিফ। দৃষ্টিপাতের সূচনা হয় আহত সাংবাদিক টিপু সুলতানকে সাহায্য করার প্রকল্প দিয়ে। বিগত সরকারি দল আওয়ামী লীগের সাংসদ জয়নাল হাজারীর হিংসার শিকার হয়েছিলেন সাংবাদিক টিপু সুলতান। তার চিকিৎসার জন্য সেবার ওরা ১৫ হাজার ডলার তুলে *প্রথম আলো-ডেইলি স্টার* টিপু চিকিৎসা তহবিলে দিয়েছিলেন।

গত বছর নির্বাচনের পরপর যখন সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের খবর আসা শুরু করল তখন প্রথম প্রথম

খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল ওরা। কেউ বলছিল সব আওয়ামী লীগের অপপ্রচার, সরকার তো সরাসরি অস্বীকার করছে। নভেম্বরে ডেইলি স্টারে একটা সরেজমিন রিপোর্ট পড়ে সব সন্দেহ চলে গেল—বললেন আসিফ। প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছিলেন ১০ জন, তিনটি ভাগে দায়িত্ব ভাগ করে নিলেন এরা। এক দলের কাজ হলো ঢাকায় নির্ভরযোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সরেজমিন একটা রিপোর্ট তৈরি করা, আরেক দল নিল ওয়েবসাইট তদারকির দায়িত্ব, আর আরেক দলের কাজ হলো যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বাংলাদেশী সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা, যাতে আয়করের ঝক্কি এড়ানো যায়।

ওয়েবসাইটের কাজে নিউইয়র্কের ঈশিতা আজাদ অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। কাজটা ছিল বেশ স্পর্শকাতর, চড়া রিপোর্ট বাদ দিয়ে যেগুলো খুব মানবিক ও নিরপেক্ষ সূত্র—যেমন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের রিপোর্ট, অ্যামেস্টির রিপোর্ট এ ধরনের রিপোর্টকে শুধু ঠাঁই দেওয়া হলো।

'প্রথম ধাক্কাটা খেলাম প্রচারের কাজে হাত দিয়েই'—আসিফ বললেন। 'আমাদের মূলত ইন্টারনেটভিত্তিক সংগঠন তো, সে জন্য আমরা ইন্টারনেটকে একটু বেশি প্রাধান্য দেই। প্রথম ধাক্কাটা খেলাম যখন দেখলাম যারা আমাকে খুব সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল টিসু সুলতানের ব্যাপারে, তারা একদম নিশ্চুপ। তখন অনেক ই-মেইল পাঠানোর পরে আস্তে আস্তে একটা-দুটো ওয়েবসাইটের কাছে সাড়া পেলাম।'

প্রথম আসিফ বুঝতে পারেননি পুরো ব্যাপারটা রীতিমতো প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে দ্বিধা কেন? আসিফ জানালেন যে, অনেক সমর্থনসূচক ই-মেইলের পাশাপাশি এক গুচ্ছ বিপক্ষ মতের ই-মেইলের বক্তব্য মোটামুটি এই—'১. এর পুরোটাই আওয়ামী লীগের প্রচারণা। ২. এই প্রচারনা চালিয়ে বাংলাদেশের তুমি খুবই ক্ষতি করছো, কারণ ১১ সেপ্টেম্বরের পরে আমাদের খুব সাবধান হওয়া উচিত বাংলাদেশের কী ভাবমূর্তি দাঁড়ায়, আর ৩. এটা একটা আইনশৃঙ্খলা সমস্যা, এটা সাম্প্রদায়িক কোনো সমস্যা নয়। 'এগুলো ভদ্র ধরনের ই-মেইল। অনেক অভদ্র ই-মেইলও এসেছে।'

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কাগজ প্রচুর থাকলেও তাতে দৃষ্টিপাতের খুব লাভ হয়নি—আসিফ বললেন। 'নিউইয়র্কের পত্রিকাগুলো দলীয় পক্ষপাতে ভোগে।

এদিকে দৃষ্টিপাত বাংলাদেশে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আর সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জোট বাধল। দৃষ্টিপাতের পৃষ্ঠপোষকতায় অজয় রায়, পঙ্কজ রায়, দুজন সাংবাদিক আর দুজন সমাজকর্মীর ছয় সদস্যের দল ভোলার অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে গিয়ে দুদিন থেকে একটা রিপোর্ট পাঠাল।

'ওই রিপোর্টটাতে আমরা খুব উজ্জীবিত হলাম'—আসিফ বললেন। 'আমরা ওয়েবসাইটে ছবি, রিপোর্ট দিলাম। তখন আস্তে আস্তে লোকজন একটু নড়েচড়ে বসল এবং আমাদের কাছে টাকা আসা শুরু করল। আমরা যারা ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছিলাম, আমরা হাতে হাতে লোকজনকে ছবি দেখিয়েছি, তাদের বোঝানো অনেক সহজ হয়ে গেল।'

আসিফ জানিয়েছেন, তারা রাজনৈতিক বিতর্ক এড়াতে চেষ্টা করেছেন আর তাতে কাজও হয়েছে 'আমরা পুরো ব্যাপারটাকেই একটা মানবিক ইস্যু হিসেবে দেখাতে চেয়েছি, রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিষয় হিসেবে নয়। আমি দেখেছি যে, অনেক কট্টর বিএনপি সমর্থক, যারা ব্যাপারটিকে আওয়ামী লীগের প্রচারণা হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছে, তারাও ব্যাপারটা একটা মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে দেখে টাকা দিয়েছেন। সবারই তো হিন্দু বন্ধুবান্ধব আছে বাংলাদেশে, সবাই ব্যক্তিগত নিগ্রহের ঘটনা শুনেছেন।'

নানা জটিলতার পর দেখা গেল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও মতের বাংলাদেশীদের এককাতারে আনতে পেরেছে সংগঠনটি। বিপক্ষের সমালোচনা সত্ত্বেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নানা বয়স ও পেশার বাংলাদেশী।

নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস গিয়েছিলেন দৃষ্টিপাতের নিউইয়র্কের অনুষ্ঠানে। বললেন, ভীষণ আশান্বিত হয়েছেন তিনি। 'আকাশ যখন আঁধার হয়, তখন কখনো বিদ্যুৎ চমকায়। ওরা আমাদের আশার আলো'—তিনি বললেন।

সবশেষে লাভ-লোকসানের হিসাব মেলাতে গিয়ে কী ভাবছেন আসিফ? ওর কথায়—'আমার মনে হয় যে, পুরো প্রচারনার সাফল্য হচ্ছে যে টাকা অনেক তোলা গেছে। প্রবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে যে বিদেশ থেকে বড় বড় কথা বলে এরা, কাজের বেলায় কিছু না। সেটা আমরা বদলে দিচ্ছি। আমরা সত্যি কিছু করছি। এটা ইতিবাচক। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সচেতন মানুষের একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে কথা বলার, যেটা ভবিষ্যতেও কাজে লাগান যাবে।

দৃষ্টিপাতের ওয়েবসাইট www.drishtipat.org

আশফাক স্বপন : ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী।